# চলে গেলেন কবি শামসুর রাহমান

ফরিদ আহমেদ

অবশেষে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন কবি শামসুর রাহমান। দীর্ঘ প্রায় দুই সপ্তাহ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অতঃপর আত্মসমর্পন করলেন ক্লান্ত কবি। গত পাঁচ দশক ধরে বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে শামসুর রাহমানের অবদান অবিস্মরনীয়। তার সমসাময়িক কবিদের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবেই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। হুমায়ুন আজাদ যাকে মনে করতেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম কবি হিসাবে। আখ্যায়িত করেছিলেন নিঃসঙ্গ শেরপা বলে। রোমান্টিকতা, গণমানুষের সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ, দেশপ্রেম নিয়ে কবি তার সারাজীবন ধরে রচনা করে গেছেন অসংখ্য সব শৈল্পিক কবিতা। কবির এই মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের জন্য প্রকৃতপক্ষেই অপূরনীয় ক্ষতি।

নিজস্ব সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে দাড়িয়ে অপূর্ব সব শব্দ বিন্যাস দিয়ে সাজিয়ে প্রায় ষাটের অধিক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন এই মহান কবি। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্না, জীবন সংগ্রাম যে গভীর মমত্ববোধ দিয়ে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন তার কবিতাই, তাই তাকে নিয়ে গেছে গণ মানুষের হৃদয়ের খুবই কাছাকাছি। সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার কবিতা ছিল চাবুকের ফলার মতো। আবদুল গাফফার চৌধুরী শামসুর রাহমান সম্পর্কে লিখেছেন, ‘সারাটা জীবন তিনি শুধু কবিতা লেখেননি, জাতির বিবেকে সততা, সাহস ও দেশপ্রেমের ধ্রুবতারা হয়ে বিরাজ করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের এমন একটি পর্যায় কি পাওয়া যাবে, যে পর্যায়ে শামসুর রাহমান নেই। ভাষা আন্দোলনে, রবীন্দ্র সঙ্গীত, বাংলা হরফ রক্ষার মিছিলে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে, উনসত্তরের গন অভ্যুত্থানে, একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামে, কোথায় নেই শামসুর রাহমান? বাংলাদেশের আর কোন কবির কণ্ঠ শোনা গেছে বায়ান্ন থেকে একাত্তর-বাঙ্গালীর প্রতিটি সংগ্রামে, সাহস, বিশ্বাস ও উদ্দীপনার বিপুল প্রেরনা হয়ে?’

শুধু বায়ান্ন থেকে একাত্তর নয়, যত দিন জীবিত ছিলেন কবি ছিলেন দুঃশাসনের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। উনসত্তরের গন অভ্যুত্থানে নিহত আসাদকে নিয়ে যেমন লিখেছেন ‘আসাদের শার্ট’ এর মতো হৃদয়গ্রাহী কবিতা, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় সৃষ্টি করেছেন ‘স্বাধীনতা তুমি’ বা ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা’-র মতো কালজয়ী কবিতাসমূহ, ঠিক তেমনিভাবে স্বৈরাচারী এরশাদের হাতে নিহত নূর হোসেনকে নিয়েও লিখেছেন অমর কবিতা।

সারাজীবন অসংখ্য পুরষ্কারে শোভিত হয়েছেন কবি, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার।

শামসুর রাহমানের এই মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাভিভুত, স্বজন হারানোর বেদনায় মর্মাহত। কবির পরিবারের প্রতি রইল মুক্তমনার গভীরতম সমবেদনা ।

আসলে কি কবিদের মৃত্যু হয়? শারীরিকভাবে হয়তো হয়, কিন্তু একজন কবি তার সৃষ্টির মধ্যেই অমর হয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, মধুসূদনরাতো এখনো আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে মিশে আছেন ওতপ্রতোভাবে। এদেরকে অস্বীকার করা মানেতো নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা। শামসুর রাহমানও তেমনি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে থাকবেন আজীবন। এখানেই সাধারণ মানুষের সাথে কবিদের পার্থক্য। কবিরা যে মৃত্যঞ্জয়ী। শামসুর রাহমানও তার ব্যতিক্রম নন। যতদিন বাংলাদেশ টিকে থাকবে, যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন কবি শামসুর রাহমানও বেঁচে থাকবেন বাঙ্গালীর চেতনার অংশ হয়ে।

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী কবির প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমরা মুক্তমনার প্রধান পাতা কবি শামসুর রাহমানের প্রতি উৎসর্গ করছি। সেই সাথে সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি শামসুর রাহমানের উপর লেখা পাঠনোর জন্য।